যায়যায়দিন
৩ জুলাই ২০১০ শনিবার

মানব উন্নয়ন: আপেক্ষিক সূত্র ও প্রয়োগযোগ্যতা

ড. এম আজিজুর রহমান

মানুষের শারীরিক অবস্থা, জৈবিক ও মানসিক অবস্থা, বিনোদন সংশ্লিষ্টতা, আবেগপ্রবণতা, সামাজিকতা, শিক্ষা, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ইত্যাদি মিলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ কেমন আছে বা কেমন করছে, পার্থিব জীবনে কতখানি সুখী তার সবকিছুর সুষ্ঠু অবগতির জন্য মানবিক উন্নয়নের সূচক নির্ধারণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

মানুষে-মানুষে, একটি পরিবার ও সমাজের সঙ্গে আরো একটি পরিবার ও সমাজের মানব উন্নয়নের সংশ্লিষ্টতা, সংখ্যালঘুর সঙ্গে (যেমন আদিবাসী, উপজাতি, পাহাড়ি, গারো, খাসিয়া, মণিপুরি, সাঁওতাল, মধুপুরের গারোবাসী ইত্যাদি) বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনস্রোত এবং জনপ্রবাহের জীবনযাত্রা ও মানব উন্নয়নের ভেতরে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। চাকরিজীবী, রাজনীতিবিদ, পেশাজীবী, আমলা এবং ব্যবসায়ী, বিভিন্ন ধর্মের সংখ্যালঘু ব্যক্তিবর্গ, স্ত্রী ও পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, বিবাহিত-অবিবাহিত, শহর ও গ্রামীণ বিভিন্ন ধরনের জনপদ, দেশে অবস্থানরত বিদেশি বাসিন্দা এবং সাধারণ মানুষসহ সুশীল সমাজ একই দেশ, সরকার ও সামাজিক অবকাঠামো, একই সরকার, অবকাঠামো ও শাসনের অধীনে বসবাস করেও তাদের মধ্যে মানব উন্নয়নের তুলনামূলক পার্থক্য ও বৈষম্য থাকে। একটি অপরিচিত বা অর্ধপরিচিত অতিথি আমাদের কাছে এলে প্রথমে আমরা জিজ্ঞাসা করি তিনি কেমন আছেন। তিনি ভালো আছেন জানলে ধরে নিই তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ। পরক্ষণে তার মন ও মানসিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করি। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকলে ধরে নিই আগত অতিথি সুস্থ। বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি মানুষের শরীর ও মন উভয়ই সুস্থ থাকার নামই ভালো স্বাস্থ্য নয় বা আমরা বলতে পারি না ভদ্রলোক মানব উন্নয়নের দিক থেকে ভালো এবং গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে অবস্থান করছেন। ওপরে উল্লিখিত উদ্ভাবিত মানব উন্নয়ন সূচকের আওতায় আসতে হলে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রয়োজন। ওই লোকটির ভালো স্বাস্থ্যের সম্পৃক্ততা হিসেবে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য, আয়ুষ্কাল বা আয়ু অথবা জীবনের ব্যাপ্তিকাল, বয়স্ক শিক্ষা ও স্কুল গমনের গড়পড়তা বছর, মোট দেশজ উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট দেশের মাথাপিছু আয় ইত্যাদি তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোচ্চ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও সুস্বাস্থ্য, মানব কল্যাণকর কর্মকাণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট কার্যবিধি, কার্যক্রম, নীতিনির্ধারণ ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরণ সঠিকভাবে মানব উন্নয়নের সূচক নির্ধারণে অতীব প্রয়োজন। আবারো উল্লেখ্য মানুষের শারীরিক অবস্থা, জৈবিক ও মানসিক অবস্থা, বিনোদন সংশ্লিষ্টতা, আবেগপ্রবণতা, সামাজিকতা, শিক্ষা, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ইত্যাদি মিলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ কেমন আছে বা কেমন করছে, পার্থিব জীবনে কতখানি সুখী তার সবকিছুর সুষ্ঠু অবগতির জন্য মানবিক উন্নয়নের সূচক নির্ধারণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

Human Development Index (HDI) নামে মানব উন্নয়নের সূচক সংখ্যা মানব স্বাচ্ছন্দ্যের স্তর নির্ণয় সাপেক্ষে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য UNDP কর্তৃক একটি বৈজ্ঞানিক নিরূপণ পদ্ধতি। এটা সাধারণত মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আয়-উন্নতি এবং নিয়োগ সুবিধাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আগে কেমন ছিল, বর্তমানে কেমন আছে এবং ভবিষ্যতে কেমন হতে পারে ইত্যাদি নিরূপণ সাপেক্ষে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে UNDP কর্তৃক তৈরি অতি সম্প্রতি মানব উন্নয়ন সূচক যা UN কর্তৃক স্বীকৃত। উদ্ভাবিত মানব উন্নয়ন সূচক নামের সূত্রটির মৌলিক ব্যবহার হলো বিভিন্ন দেশ ও সমাজের এবং ওইসব দেশের মনুষ্য জীবনের তুলনামূলক বিচার-আচার সংশ্লিষ্ট গবেষণা। তাইওয়ান সরকার ২০০৫ সালে যেসব তথ্য ব্যবহার করে তাদের মানব উন্নয়নসূচক বা HDI ০.৯৩২ পেয়েছে সেগুলো হচ্ছে মানুষের গড়পড়তা আয়ুষ্কাল ৭৭ বছর, বয়স্ক শিক্ষার হার ৯৭.৩ ভাগ, গড়পড়তা স্কুল নিবন্ধনের হার ১০০ ভাগ এবং মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২৮,৫৫২ মার্কিন ডলার।

সরকারি নিয়মনীতি, আইন-শৃঙ্খলা, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা, খাদ্যদ্রব্যসহ জীবনের মৌলিক চাহিদার নিরাপত্তা, মান সম্মানের সহিত নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার পরিবেশ, সংক্ষেপে জীবন ও জীবনের নিরাপত্তা, মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করেই United Nation Development Program (UNDP) মানব উন্নয়ন সূচকটি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সুস্থতা ও সংশ্লিষ্ট মানবকল্যাণ কর্মকাণ্ডের তথ্য ব্যবহার করে ফলপ্রসূ প্রয়োগের স্বার্থেই উদ্ভাবন করেছে। বিভিন্ন ধরনের মানব উন্নয়নসূচক প্রয়োগ করে ওইদেশ এবং বিশেষ করে ওইদেশের মানুষ এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানবিক উন্নয়নের পরিমাপ, তুলনামূলক গবেষণা এবং বিশ্লেষণ ইত্যাদি সম্পূর্ণ করার স্বার্থেই বিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত উপরিউক্ত মানসম্পন্ন মডেল আবিষ্কার করেছেন। সংক্ষেপে যাকে বলা হয় মানব উন্নয়নসূচক বা HDI। এ মানব উন্নয়ন সূত্রটি ব্যবহার করে সহজেই বিভিন্ন দেশের মানুষের মান উন্নয়ন বা মানবিক উন্নয়নের তুলনামূলক জ্ঞানার্জন করে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সরবরাহ করতে পারি। যেমন- কোনো দেশের মান উন্নয়নের সূচক কত উন্নত, অনুন্নত বা মাঝারি পর্যায়ে হলেও কোথায় অবস্থান করছে ইত্যাদির পরিমাপ, তুলনা ইত্যাদি সাপেক্ষে সূত্রটি মাপকাঠি হিসেবে কাজ করে। কোন দেশের নিম্নমানের বা মধ্যমানের মানব উন্নয়ন কর্মসূচিকে উচ্চমানে নেয়ার স্বার্থে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার সেই মর্মে প্রয়োজনীয় নীতি-নির্ধারণ বাস্তবমুখী ও কার্যকর পরিকল্পনা আমরা হাতে নিতে পারি। আমাদের উদ্দেশ্য মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করে বিশ্ব মানব সন্তানের জীবনযাত্রার মানসহ মানব উন্নয়নের পর্যায় নির্ণয় করা। মানব উন্নয়ন সূচক সূত্রটির সুষ্ঠু ব্যবহার ও প্রয়োগ সাপেক্ষে স্বাস্থ্যখাতের মতো প্যাথলজিক্যাল টেস্টের ফলাফল প্রকাশ করার মতো। মানব উন্নয়ন সূচক সূত্রটিকে সীমিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- ১. উচ্চ মানব উন্নয়নসূচক ০.৯০১, ২. মধ্যম মানব উন্নয়ন সূচক ০.৬৯০, ৩. নিম্ন মানব উন্নয়ন সূচক ০.৪৪৪, ৪. উচ্চ আয়ের দেশগুলোর সূচক ০.৯৪২, ৫. মধ্য আয়ের দেশগুলোর সূচক ০.৭৭৪, ৬. নিম্ন আয়ের দেশগুলোর সূচক ০.৫৬৪।

মানব উন্নয়ন সূচকে যদি প্রতিফলিত হয় পূর্ব-পশ্চিমা দেশের মানব উন্নয়ন বিষয়ক, গরিব ও ধনী দেশ, শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত দেশ, স্বাস্থ্য-সেবা ও আয়ুষ্কাল, বিভিন্ন দেশের বিভাজন এবং গড়পড়তা বয়স্ক শিক্ষা, শিক্ষার হার এবং স্কুল গমন, বিভিন্ন দেশের মানব উন্নয়ন সূচক এর অসম বণ্টন বা বিতরণ এবং মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পার্থক্য ইত্যাদি নিরূপণে তুলনা সাপেক্ষে মানব উন্নয়ন ইনডেক্স সূত্রটি প্রয়োগযোগ্য। শরীর, মন, স্বাস্থ্য, জৈবিক ও মানসিক আবেগপ্রবণতা, সামাজিক শিক্ষা, আর্থিক ও সংস্কৃতি ইত্যাদি মিলে একটি দেশের আপেক্ষিক মানব উন্নয়ন সূচক কেমন, কতটুকু উন্নত বা অনুন্নত সব মিলে যদি মোটামুটি আমাদের প্রকৃত বা ফলপ্রসূ ধারণা দিতে পারে তাহলে অবশ্যই বলা যায় উল্লিখিত মানব উন্নয়ন ইনডেক্স সূত্রটি বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক মাপকাঠি হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং গ্রহণযোগ্য। তথ্যবহুল বা তথ্য সরবরাহকারী দেশের জন্য যা নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিকভাবে উদ্ভাবিত UNDP-এর এ মডেলটি যার নাম 'মানব উন্নয়ন সূচক' কীভাবে বিভিন্ন দেশ এরইমধ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং বাস্তবসম্মত ফল পেয়েছে কি না তা প্রমাণ সাপেক্ষে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। মানব উন্নয়ন সূচক সূত্রটিকে সংক্ষেপে সমগ্র বিশ্বে প্রয়োগের স্বার্থে বিশ্বকে সীমিত কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি অঞ্চলের মানব উন্নয়ন, অনুন্নয়ন এবং মধ্যম মানের উন্নয়ন ইত্যাদি সম্পৃক্ততা বোধগম্যের জন্য নিরূপণ করা কিছু পরিসংখ্যানের আরো কিছু সম্পৃক্ততা দেখানো হলো। যেমন-১. উচ্চ মানব উন্নয়ন সূচক হিসেবে নির্ণীত বেশি আয়ের Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) দেশগুলোর সূচক ০.৯৫০. ২. উচ্চ মানব উন্নয়ন (উচ্চ আয়ের দেশ নয়) ECD দেশগুলোর সূচক ০.৯২৫। OECD দেশগুলোর একটি তালিকা এখানে উল্লেখ করা হলো, যেমন- অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, চেক রিপাবলিক, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, হাঙ্গেরি, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, জাপান, কোরিয়া, লুক্সেমবার্গ, মেক্সিকো, হল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, স্লোভাকিয়া, স্পেন, সুইডেন, তুরস্ক, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র। ৩. উচ্চ উন্নয়ন সূচকের অধীনে মধ্য ও পূর্ব Europe and the CIS [illegible] নির্ধারিত সূচক ০.৮২৪, ৪. উচ্চ মানব উন্নয়ন সূচকের অধীনে রয়েছে ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারাবিয়ান যাদের নির্ধারিত সূচক [illegible] মধ্যম মানব উন্নয়ন সূচকের অধীনে রয়েছে পূর্ব এশিয়া এবং প্যাসিফিক দেশগুলো যাদের নির্ধারিত সূচক ০.৭৬২। আমরা মধ্যম মানব উন্নয়ন সূচকের অধীনে বা [illegible] অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মান এবং উন্নয়নের যদি গড়পড়তা হার নির্ণয় করি তাহলে বিশ্বব্যাপী উচ্চ মানব উন্নয়ন দেশগুলোর গড়পড়তা [illegible] ০.৭৪৭। ৬. মধ্যম মানব উন্নয়ন [illegible] রাষ্ট্রগুলোর সূচক [illegible] রাষ্ট্রগুলোর [illegible] ০.৬৬৮। ৮. SAARC [illegible] এশিয়ার মধ্যম-আয়ের দেশগুলোর HDI [illegible] ০.৬৩৮। ৯. HDI-এর অনুন্নত দেশগুলো [illegible] বিশেষ করে সাব-সাহারা এবং আফ্রিকার দেশগুলোর HDI [illegible] এবং [illegible] ১০. [illegible] সর্বনিম্ন দেশগুলোর গড়পড়তা HDI [illegible] পরিসংখ্যান [illegible] উল্লিখিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের [illegible] বৈজ্ঞানিকভাবে উদ্ভাবিত UNDP-এর HDI মডেল বা 'মানব উন্নয়ন সূচক' [illegible] বিভিন্ন দেশের [illegible] তুলনামূলক [illegible]

ড. এম. আজিজুর রহমান : [illegible]